2 3 AUG 1996
পৃষ্ঠা 8 কলাম 8

শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সন্ত্রাস নতুন বা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়, এর মূল অতীতে প্রোথিত। গত দুই দশক যাবত ক্ষমতাসীনরা বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে ছাত্র রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষাঙ্গনকে নিজেদের দখলে রেখেছে। প্রতিটি ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া থাকে, রাজনীতি বা ছাত্র রাজনীতি গোয়েন্দা, অস্ত্র, অর্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া থেকে শিক্ষাঙ্গনে মাস্তান এবং সন্ত্রাসীদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ঐ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও সন্ত্রাস এবং মাস্তান নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। প্রশ্ন উঠতে পারে যারা বিশ বছর আগে এই প্রক্রিয়া চালু করেছিলো তাদের উদ্দেশ্য কি ছিলো? এ প্রশ্নের উত্তরও এ দেশের ইতিহাসে নিহিত। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমান ছাত্রদের কাছ থেকে দু'টি বছর চেয়ে নিয়েছিলেন। জিন্নাহ সাহেবের সেই আহ্বানে অবিভক্ত ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত এবং বেলুচিস্তানের মুসলমান ছাত্ররা সাড়া দেয়নি, কারণ ঐ সব অঞ্চলে পাকিস্তান প্রস্তাব বিরোধী মুসলমান শিল্পপতি; জমিদার এবং উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের ভাগ্যবান সন্তানরাই শিক্ষার সুযোগ পেতো। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ অবিভক্ত বাংলার মুসলমান ছাত্ররা সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, যাদের অধিকাংশই ছিলো মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত ঘরের সন্তান। অবিভক্ত বাংলার উচ্চবিত্তের ঘরের সন্তানরা কলকাতা বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয় তারা উচ্চ শিক্ষার জন্যে যেত উত্তর ভারতের আলীগড় মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয়ে। যেমন গিয়েছিলো পঁচাত্তরের খুনি চক্রের সিপাহ সালার খন্দকার মোশতাক।

পাকিস্তান আন্দোলনের জন্যে অবিভক্ত বাংলার মুসলমান ছাত্রদের ত্যাগ স্বীকারের কারণেই ছেচল্লিশ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই মুসলীম লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ এবং গণভোটে আসাম প্রদেশের সিলেট জেলা পাকিস্তানে যোগদান করে। ফলে ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে একমাত্র অবিভক্ত বাংলায় মুসলীম লীগ সরকার গঠিত এবং দেশ বিভাগের সময় সিলেট পাকিস্তানের অর্ন্তভুক্ত হতে পেরেছিলো। অন্যদিকে ঐ নির্বাচনে পাঞ্জাবে জমিদারদের ইউনিয়নিস্ট পার্টি, সিন্ধুতে জি এম সৈয়দের জাতীয়তাবাদী মুসলীম সংগঠন এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস সমর্থক সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফফার খানের লাল কোর্তা দল প্রাধান্য বিস্তার করে, ফলে ছেচল্লিশের সাধারণ নির্বাচনের পরে বর্তমান পাকিস্তানের কোনো প্রদেশে নির্ভেজাল মুসলীম লীগ সরকার গঠিত হতে পারেনি। কোয়ালিশনের মাধ্যমে বা দল ভাঙিয়ে ঐসব প্রদেশে মুসলীম লীগ দলকে প্রাধান্য বিস্তার করতে হয়েছিলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লগ্নেও সীমান্ত প্রদেশে ডঃ খান সাহেবের নেতৃত্বাধীন অমুসলীম লীগ সরকার এবং বেলুচিস্তানের গান্ধী খান আচকজাইর নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী মুসলীম রাজনীতিকদের প্রাধান্য ছিলো।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর খণ্ডিত ও বিকলাঙ্গ পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানে প্রথমে মুসলীম লীগ এবং পরে সামরিক স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামের পুরোধায় ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী বাঙালি ছাত্রনেতাগণ। আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলনের পর পাকিস্তানে প্রথম বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান মুসলীম ছাত্রলীগ, বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের পর পাকিস্তানের প্রথম প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। চুয়ান্ন সালে মুসলীম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক যুক্তফ্রন্ট গঠিত হওয়ার আগে ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ও হল ইউনিয়নের নির্বাচনে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিলো এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুসলীম লীগের ছাত্র সংগঠনের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঝাঁপিয়ে না পড়লে চুয়ান্ন সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয় কল্পনাতীত ছিলো। ষাটের দশকে পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলো ছাত্র সমাজ। জেনারেল আইউব খানের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করে ছাত্র সমাজ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিক্রিয়ায় উনসত্তরের গণআন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থান ঐতিহাসিক ১১ দফার ভিত্তিতে ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে সম্ভব ও সফল হয়েছিলো। সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পেছনে বাংলাদেশে ছাত্র লীগের [illegible] বেশি ছিলো। অধিকার আন্দোলনকে স্বাধীনতার সংগ্রামে

জাতিসংঘের ৩০ পৃষ্ঠাব্যাপী মাইন পসারণ সম্পর্কিত প্রতিবেদনে স্থল াইন দ্বারা হতাহত জাতিসংঘ র্যবেক্ষক, সৈন্য, ও বেসামরিক াগরিকের সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে। দাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৯৬ ালের মার্চের পর থেকে কম্বোডিয়ায় ৯টি, ১৯৯৫ সালের এপ্রিলের পর থকে অ্যাংগোলায় ৩০টি এবং ১৯৯২ ালের এপ্রিলের পর থেকে বসনিয়ায় ৭টি হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

ইটালির রাষ্ট্রদূত ফ্রান্সিসকো ুলসি বলেন, "মাইন হলো যে কোন াান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের সামনে বচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিপদগুলোর ন্যতম।" তিনি বলেন, ২৭৩ জন াান্তিরক্ষী স্থল মাইনের শিকার হয়েছে। দের মধ্যে ৬০ জন নিহত এবং ২৩১ জন আহত হয়েছেন।

জাতিসংঘ কর্মকর্তারা বলেছেন যে, বসনিয়ায় ন্যাটো নেতৃত্বাধীন শান্তিরক্ষা অভিযানের প্রথম দিককার সপ্তাগুলোতে স্থল মাইনের দ্বারা নয় জন সৈন্য আহত হয়। সাবেক যুগোশ্লাভ প্রজাতন্ত্রগুলোতে জাতিসংঘ প্রতিরক্ষা বাহিনীর অভিযানে স্থল মাইন বিস্ফোরণে শান্তিরক্ষিদের মধ্যে ৪২ জন নিহত এবং ৩১৫ জন আহত হয়।

স্থল মাইনের ব্যাপক বিস্তার এবং নির্বিচার ব্যবহার জনবল ও অর্থবলের ওপর যে বিপুল বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে, নিরাপত্তা পরিষদে কূটনীতিকরা তা

ইন্ডারফার্থ বিশ্বব্যাপী এই অস্ত্র নিষিদ্ধ করার ওপর জোর দিয়ে বলেন, "মাইন অপসারণ কাজে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তা স্থল মাইন সংকট মোকাবেলার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই সহযোগিতাই যথেষ্ট নয়। এই অস্ত্র অবশ্যই নিষিদ্ধ করতে হবে।"

ইন্ডারফার্থ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের ১৯৯৬ সালের মে মাসের ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্যে কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ঘোষণা করেছিলেন যে, "যথাশিগগির আলোচনা সমাপ্ত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্র অ্যান্টিপার্সোনেল মাইন ব্যবহার, মজুত, উৎপাদন এবং স্থানান্তর নিষিদ্ধ করতে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশে জোরালোভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।"

ইন্ডারফার্থ বলেন, "নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্যের নেতৃত্ব এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন পাওয়া গেলেই এই নিষেধাজ্ঞা সম্ভব হতে পারে।"

যুক্তরাষ্ট্র এই নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আলোচনা এগিয়ে নিতে চাপ দেবে এবং আগামী সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের যে ৫১তম অধিবেশন শুরু হচ্ছে, তাতে বিশ্বব্যাপী নিষেধাজ্ঞার জন্যে কাজ করতে রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহবান জানিয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করবে।

ংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
প্রকৌশলী (সিঃ ওঃ হাঃ) এর দপ্তর
মংলা, বাগেরহাট